প্রভু

ও

দাস

মহান আল্লাহর নামে
যিনি পরম করুণাময় মহান ও দয়ালু

জীবনের উদ্দেশ্য

প্রভু

ও

দাস

লেখক

গোলাম কিবরিয়া

সম্পাদনায়

ডক্টর আব্দুল্লাহিল কাফী ইবনে লুৎফর রহমান মাদানী
(পিএইচ.ডি, মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব)

"তাদের জন্য- যারা স্রষ্টাকে নিয়ে ভাববেন, নিজেকে নিয়ে ভাববেন, ভেবে ভেবে আলোর পথে ফিরে আসবেন-" ।

প্রভু ও দাস

প্রকাশক	মোঃ আমজাদ হোসেন
প্রকাশনায়	**কাশফুল প্রকাশনী** ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদ্রাসা মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ মোবাইল: ০১৭৩১-০১০৭৪০, ০১৯১১-০২৪৯৩৪ ই-মেইল: kashfulprokashoni@gmail.com /kashfulprokasoni
অনলাইন পরিবেশনায়	www.kashfulpro.com www.wafilife.com www.rokomari.com
গ্রন্থস্বত্ব	প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রথম প্রকাশ	ডিসেম্বর ২০২১
বানান ও ভাষারীতি	মিজানুর রহমান ফকির
প্রচ্ছদ	মিলন মাহমুদ
কম্পোজ	ইনাম আহমেদ
মুদ্রণ ও বাঁধাই	**মিডিয়া প্লাস** ২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫ ই-মেইল: mediaplus140@gmail.com
মূল্য	**১৮০/- (একশত আশি টাকা) $ 5 USD**
ISBN	978-984-95026-6-1

শারঈ সম্পাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর। গোলাম কিবরিয়া রচিত **‘প্রভু ও দাস’** বইটি আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছি। বইটি আমার কাছে খুবই চমৎকার লেগেছে। মূলতঃ আল্লাহ তা‘আলার সাথে বান্দার সম্পর্ক কেমন হবে সেটি খুবই চমৎকারভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, আর দুনিয়াতে আমরা যেভাবে চলছি সেভাবে চলার অধিকার আছে কিনা, এটিও তিনি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যেকোনো মানুষকে মূলত আল্লাহর দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু সেই দাসত্ব থেকে বেরিয়ে এসে অধিকাংশ মানুষ আজ নিজের প্রবৃত্তির দাসত্ব করছে, যা একজন মানুষের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে খুবই ভয়ানক একটি বিষয়। সম্মানিত লেখক চমৎকারভাবে এর ক্ষতিকর দিকগুলো উপস্থাপন করেছেন এবং এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

আমি মনে করি, এ বইটি প্রত্যেক মুসলিমের জন্য খুবই উপকারী। বইটি পড়লে প্রত্যেকেই নিজের অবস্থান তথা বর্তমানে তিনি কী অবস্থায় আছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে তার পরিবর্তন হওয়া জরুরি, একজন মানুষকে তার রবের সাথে সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত, এ বিষয়ে তিনি উপকৃত হতে পারবেন। আমি আল্লাহ তা‘আলার কাছে লেখক, পাঠক এবং বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য আন্তরিকভাবে দো‘আ করি, তিনি যেন তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম প্রতিদান দান করেন। আমীন।

ডক্টর আব্দুল্লাহিল কাফী ইবনে লুৎফর রহমান মাদানী
(পিএইচ.ডি, মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব)

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রবের, যার দাসত্বের বিনিময় পরকালীন মুক্তি মিলবে। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর।

সূরা জারিয়াতের ৫৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমারই ইবাদত (দাসত্ব) করবে।' এ থেকে প্রতীয়মাণ হয় যে, আমরা মহান রবের দাস। "দাস" সেই সত্তাকে বলা হয়, যাকে কোনো নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময় কেনা হয়। বিক্রির পর দাসের আর কোনো ইচ্ছা থাকে না। মালিক যা বলবে তাই করবে। মালিকের সন্তুষ্টির জন্য নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দেয় দাস। এখন প্রশ্ন হতে পারে, উপরের আয়াতে আল্লাহ আমাদের দাস বলেছেন, তার মানে কি আল্লাহ আমাদের কিনে নিয়েছেন? উত্তর, অবশ্যই কিনে নিয়েছেন।

সূরা তাওবার ১১১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য আছে জান্নাত"। এর মানে হলো আমরা জান্নাতের বিনিময় আল্লাহর কাছে নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছি। এখন আমরা আল্লাহর দাস বা গোলাম। আমাদের নিজস্ব ইচ্ছা বলতে কিছু নেই। সব প্রভুর আদেশ মতো করতে হবে। এভাবে যখন নিজের ইচ্ছাকে প্রভুর খুশির কাছে সমর্পণ করব, তখন আমরা হয়ে যাব মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী)।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ আমরা আল্লাহর দাসত্ব ভুলে গিয়ে তাগুতের দাসে পরিনত হয়েছি। তাই আমাদের ভাবতে হবে, আর এই ভাবনা থেকেই লেখক তার গ্রন্থখানি সাজিয়েছেন। ইনশাআল্লাহ এই বইয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রকৃত দাসে পরিণত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সূচিপত্র

শুরুর কথা ৯

জীবনের উদ্দেশ্য- সৃষ্টি ও স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ১৩

ইলাহ/রব ৩১

সর্বব্যাপিতা মতবাদের বিপদজনক দিক ৩৫

ইসলামের উসূল-ওয়াসূল/শান্তির জন্য নৈকট্য ও প্রার্থনা ৫২

আল্লাহ/ইলাহা ৫৯

ওয়াকিমুস সালাত ৬২

কুরআন নিয়ে ভাবনা ৬৭

দাসত্ব-ইবাদত ৯৬

পরকালীন জীবন ১০৮

শুরুর কথা

আস-সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ- **শান্তি এবং বারাকা বর্ষিত হোক আপনার ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে**। শান্তি নিয়েই যেন বইয়ের লেখাগুলো পড়তে পারেন, কিছু ধারণ করতে পারেন এবং সেই মতে তা পালন করে পরকালের জন্য কিছু আমল করা- প্রেরণ করা এবং সঞ্চয় করার সক্ষমতা আল্লাহ আপনাকে-আমাকে আমাদের সবাইকে প্রদান করুন।

লেখক কে? প্রকাশক কে? এর আগে তার কোনো বই বের হয়েছে কিনা?

এসব বিবেচনার আগে আমাদের দেখতে হবে এবং ভাবতে হবে এখান থেকে আমার নেয়ার মতো, শেখার মতো কিছু আছে কি না- **যা আমার পরকালের মুক্তির ব্যাপারে সহায়ক হবে**। যদি মনে হয় এই বই থেকে 'এক লাইনের' একটা বাক্যাংশও আমার ইবাদতের-আমলের উপকার করতে পারে, আমলের মধ্যে একাগ্রতা আনতে পারে, খুশু আনতে পারে- তবে **শুধু ঐ লাইনটির জন্য হলেও বইটি পড়ুন, টপিকটি পড়ুন**।

বই কিনে লাইব্রেরি ভরে রাখাটা বড় গর্বের বিষয় বা সংগ্রহের আনন্দে **'আনন্দিত হওয়ার বিষয় নয়'। আনন্দ আর আনন্দিত হওয়ার জায়গা হলো অনন্ত আখেরাত**। তাই বইয়ের একটা পাতাও যদি পড়েন; চেষ্টা করবেন সেখান থেকে কিছু নিতে- **যা আপনার পরকালীন ভল্টে জমা থাকবে।**

লেখকের লিখনীর মুন্সিয়ানা, চমৎকার লিখনির ঢং, পরস্পর বাক্যাংশ আর শব্দের গাথুনি সুন্দর! অন্যদিকে লিখনীর মধ্যে বানানের ভুল, কাগজের কালার এসবের সমালোচনা না করে আমাদের দুইটি বিষয়ের ওপর বিশেষ করে গুরুত্ব দিতে হবে।

(১) স্রষ্টা- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার পরিচয়,

(২) পরকাল- **পরকালে গভীর বিশ্বাস,** পরকালের প্রাপ্তি অনন্ত সুন্দর পুরস্কার অথবা পরকালের কঠিন আযাব বা শাস্তির কথা যদি আপনি মন থেকে যথাযথ বিশ্বাস করেন তাহলে পরকালের জীবনের জন্য আপনি

আগে থেকেই প্রস্তুতি নিবেন। আর এই প্রস্তুতির অংশ হিসেবে **যিনি পরকাল সৃষ্টি করেছেন তাঁর দেয়া নিয়ম এবং নিষেধগুলো আপনি যথাযথ মেনে চলবেন।**

এখন স্রষ্টা সমন্ধে যদি আপনার জ্ঞান পরিপূর্ণ না থাকে, স্রষ্টার সৃষ্টির ক্ষমতা, তাঁর অসীম সৃষ্টির ব্যাপকতা যদি আপনি পরিপূর্ণভাবে না-ই জানেন তাহলে কীভাবে তাঁকে মান্য করবেন, তাঁর আদেশ পালন করবেন?

আমরা আমাদের স্রষ্টার সাথে যোগাযোগের ব্যাপারে গভীরভাবে ভাবিনী।

দীর্ঘ দিনের অপচর্চা আর অপব্যাখ্যার ফলে সৃষ্টিকর্তা **আল্লাহর একক সৃষ্টির ক্ষমতা,** প্রতিপালনের ক্ষমতা **'রুবুবিয়াত',** আল্লাহর একক ইবাদা পাওয়ার ক্ষমতা **'উলুহিয়াত'** এবং তার সুন্দর সুন্দর কর্ম বৈশিষ্ট্যের ক্ষমতা- নাম **'আসমা-উস সিফাত'** এর আলোচনা, বর্ণনা ধারণ করা এবং তা প্রচার করাও হয়নি যথাযথভাবে।

আমরা আমাদের **স্রষ্টার সাথে যোগাযোগের ব্যাপারে এতটা গুরুত্ব দিই না- যতটা গুরুত্ব দেই আমাদের আবিষ্কারসমূহের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখতে।**

যেখানে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি আবিষ্কারের সাথে সংযোগ বজায় রাখতে গিয়ে একটি মাত্র ভুল 'ডিজিট' ব্যবহারের ফলে আমাদের সংযোগটি আর সঠিক হয় না; সেখানে কী করে একমাত্র একজন মহান স্রষ্টার সাথে যোগাযোগ রাখতে তাঁর কাছে আশ্রয় চাইতে, তাঁর কাছ থেকে রহম, হিদায়া প্রত্যাশা করতে, তাঁর কাছে বিনয় প্রকাশ করতে, বিনয়াবনত হতে- **এই মতও ঠিক, ঐ মতও ঠিক; এই আলেম এই বলেছে, ঐ আলেম ঐটা বলেছে, 'আল্লাহ কলবেও আছেন- আল্লাহ আরশেও আছেন' এটাও ঠিক!**

এটা কী করে হতে পারে?

আবিষ্কারের ডিজাইনে যদি একটু বিচ্যুতি থাকে তাতেই যোগাযোগ নসাৎ হয়ে যায়। **আর স্রষ্টার ডিজাইনের প্রতি কি আমাদের গুরুত্ব দেয়া উচিৎ নয়?**

এই নিকট অতীতেও যারা ধর্ম শিখেছেন এবং এখন আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন তাদের অধিকাংশই বিভিন্ন মতবাদ, বিভিন্ন ফিরকার অনুসরণের ফলে স্রষ্টা-আল্লাহ সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা বিহীন। এরা ইসলামি শিক্ষার অধ্যায়নকালে যতটা তাদের শিক্ষকদের মর্যাদা দিয়েছেন, দিতে বাধ্য হয়েছেন; ততটা মর্যাদা এবং মূল্যায়ন নবী-রাসূল এবং তার সুন্নাহকে দিতে শিখেননি, শিখানো হয়নি।

একইভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যতটা মর্যাদা দিতে শিখেছেন ততটা মর্যাদা স্রষ্টা আল্লাহকে দিতে শেখানো হয়নি, শিখেননি। ফলে আমাদের শিক্ষাও দেন না। **ফলস্বরুপ 'সর্বখানে আল্লাহ, সবার মাঝে আল্লাহ, মুমিনের কলব আল্লাহর আরশ'। 'আঙ্গুল দিয়ে গুতো দিয়ে কলবের মধ্যে আল্লাহকে ঢুকিয়ে দেয়ার ফর্মূলা'**- এমন কর্ম এবং কথাগুলোকে আম-পাবলিক আমভাবে নিয়ে **স্রষ্টা আর সৃষ্টির মর্যাদা গুলিয়ে মেখে-মিক্সার করে এক উপাদেয় সালাদ বানিয়েছেন। তার আবার নামও দিয়েছেন 'ফানা' নামে- যার অর্থ বিলীন হয়ে যাওয়া অর্থাৎ স্রষ্টা সৃষ্টির মাঝে বিলীন হয়ে যান**। আর এই মতবাদকে পুঁজি করেই সর্বত্র কৃত্তিম **'ইলাহা', ভ্রষ্ট দরবেশ, আর কবর, মাজার, মৃতব্যক্তির পূজা সমাজে বিস্তার লাভ করেছে।**

পরকালীন চিন্তার বিমুখতা, পরকালীন প্রাপ্তির ব্যাপারে না ভাবা- পরকালীন বিষয়গুলো যথাযথ এবং আকর্ষনীয় করে উপস্থাপন না করার ফলে আমরা পরকালের যিনি নিয়ন্ত্রক **সেই মহান স্রষ্টাকে মূল্যায়ন করতে শিখিনি।**

এই ক্ষুদ্র লিখনীর মাধ্যমে চেষ্টা করা হয়েছে কিছুটা হলেও যেন স্রষ্টাকে আমরা চিনতে পারি, জানতে পারি, মানতে পারি, স্রষ্টা ও সৃষ্টির ব্যবধান যেন বুঝতে পারি এবং এটাও যেন অনুধাবনে নিতে পারি যে, **আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য আসলে কী?**

আল্লাহর কাছে এই প্রত্যাশা, তিনি যেন আমাকে উত্তমটি বুঝার এবং মানার তাওফীক দান করেন- আপনারাও যারা পরকালের জীবনে সফল হতে প্রত্যাশা করেন তারাও এই লিখনীর মাধ্যমে কিছুটা হলেও যেন উপকৃত হন।

আমি লেখক নই। গুচ্ছক! এ বইয়ে উল্লিখিত তত্ত্ব এবং তথ্যগুলো আমরা সবাই হয়তো জানি, নয়তো সবাই জানি না। জানার জন্য গুচ্ছ করে, থোকা ধরে সামনে উপস্থাপন করলাম।

যদি কেউ গুচ্ছ থেকে কিছু পরিমাণও গ্রহণ করে নিজেকে এগিয়ে নেন হিদায়াতের পথের দিকে; যদি পেয়ে যান স্রষ্টার রহমত আর হিদায়াতের অমিয় স্বাদ। পরকালে যখন টান পড়বে আমার হিসাবের খাতায় তখন না হয়- হাত পাতবো রহমতের ভাগীদার হিসেবে।

মাআসসালাম
গোলাম কিবরিয়া
মোবাইল : ০১৭১১-৫৮৪৫২৮

জীবনের উদ্দেশ্য/সৃষ্টি ও স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক

সৃষ্টির উদ্দেশ্য এমন একটি বিষয় যা প্রত্যেকটি মানুষকেই জীবনের কোনো না কোনো সময় ভাবিয়ে তোলা উচিত- **কেন আমি বেঁচে আছি বা আমার এই পৃথিবীতে আসার উদ্দেশ্য কি?**

কেন মহান আল্লাহ মানবজাতিকে সৃষ্টি করলেন?

কিন্তু দুঃখজনক সত্য হলো- অধিকাংশ মানুষ তার সারা জীবনেও একবার এই কথাটি ভাবে না, ভাববার দরকার যে আছে তাও জানেনা- ভাবতে যে হবে সে কথাও কেউ তাদের স্মরণ করিয়ে দেয় না।

যদিও কিছু লোক বিশেষ কোনো মুহূর্তে বা বিপদে পড়লে নেগেটিভ অর্থে বলে যে, **'কেন যে আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করলেন?'**এটা ঐ হেয়ালীপূর্ণ প্রশ্নই মাত্র; কোনো দিন তারা জানতেও চায় না যে, তার এই প্রশ্নের উত্তর আছে এবং সে উত্তর জানা প্রতিটি মানুষেরই একান্ত কর্তব্য।

কেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা মানবজাতিকে সৃষ্টি করলেন? এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে বুঝতে হবে যে, **কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে বা কার পক্ষ থেকে প্রশ্নটি করা হচ্ছে?**

প্রশ্নটি যদি মহান আল্লাহ তা'আলা করেন তাহলে এমন শোনাবে: **কোন বিষয়টি মানুষ সৃষ্টি করতে আল্লাহকে উদ্ধুদ্ধ করেছে?** আর একই প্রশ্নটি যদি মানুষের পক্ষ থেকে করা হয় তাহলে তা এমন শোনাবে যে, **'কী উদ্দেশ্যে আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করলেন?'**

এই দুটি প্রশ্নই একটি অমোঘ প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন দিক তুলে ধরে। আর সেই প্রশ্নটি হচ্ছে:

'কেন আমার এ অস্তিত্ব? কেন আমি পৃথিবীতে আসলাম, এখানে আমার আসলে করণীয় কী?'

এই প্রশ্নের উত্তর কোনো অনুমান করার বিষয় নয়। মানুষের ক্ষুদ্র জ্ঞান-অনুমান এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সত্য উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম নয়। এ কারণেই দেখা যায়, যুগ যুগ ধরে এই প্রশ্ন নিয়ে গবেষণা করা **দার্শনিকরা অনুমান**

নির্ভর এমন সব উত্তর দিয়েছেন যার কোনটিই প্রমাণ করা যায় না। যেমন গ্রীক দাশর্নিক প্লেটোর মতে- আমাদের চারপাশের নিয়ত পরিবর্তনশীল, যে জগৎকে মানুষ তার ইন্দ্রীয়ের মাধ্যমে চিনতে ও জানতে পারে, সে জগৎই প্রকৃত বাস্তবতা নয়, বরং তা হলো মূল বাস্তবতার ছায়াজগৎ মাত্র।[১]

অন্যান্য সব নৃগোষ্ঠির লোকদের তৈরি করা **ধর্মগ্রন্থে বা সৃষ্টি কাহিনীতে** তারা কীভাবে পৃথিবীতে এসেছে তার কিছু বর্ণনা তারা মনমতো তৈরি করে নিয়েছে। কিন্তু কেন তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে বা তাদের **জীবনের উদ্দেশ্য কী? এমন কোনো প্রশ্ন বা উত্তরের বর্ণনা তাদের বইতে নেই।**

বর্তমানে ইসলাম ব্যতীত বাকি সব কথিত ধর্মগুলোর প্রত্যেকের ধর্মেই একটি জিনিস অভিন্ন। সেটা হচ্ছে- হয় এরা দাবি করবে- **সব মানুষই ঈশ্বর কিংবা কিছু নির্দিষ্ট মানুষ ঈশ্বর ছিলেন, কিংবা এই প্রকৃতিই স্রষ্টা; স্রষ্টা মানুষের কল্পনা প্রস ূত অলিক ভাবনা**—ব্যাস; এ পর্যন্তই। সেখানে মানুষ সৃষ্টি হওয়া নিয়ে নানা অদ্ভুত, নানা উদ্ভট কাহিনী সংযোজন হয়েছে- কিন্তু **কোথাও জীবনের উদ্দেশ্য বা আমাদের এ পৃথিবীতে মূল করণীয় কর্মের ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি।**

আমাদের কেন সৃষ্টি করা হয়েছে?

এ প্রশ্ন নিয়ে কেউ যদি সামান্য চিন্তা-ভাবনা করেও থাকে, তবে পরক্ষণেই আবার প্রশ্নটিকে মনের কোণে ফেলে দেন। অথচ এই প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকলে-মানুষ আর কম-বোধ সম্পন্ন প্রাণধারীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। **ফলে শুধু খাওয়া, পরিধান করা, আর প্রজননের জন্য বা প্রজননের উদ্দেশ্যে ছাড়া শুধুমাত্র জৈবিক চাহিদা পূরণই মানুষের অস্তিত্বের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়।** ফলে মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও চিন্তা-ভাবনা কেবল লাগামহীন এসব চাহিদাকে পূরণ করার জন্যই ব্যয় করে।

---

১. তার রচিত রিপাবলিক বইতে এই দর্শন বর্ণনা করা হয়-এনঃ সাইঃ ব্রিঃ, খণ্ড ২৫, পৃষ্ঠা ৫৫২.

নিছক জৈবিক লালসা পূরণ, উপাদেয় খাদ্য, ভোগ-বিলাস, নিজেকে প্রদর্শন, নিজেকে শ্রেষ্ট ভাবা, **যা পাই তা সবই আমার** করে নেয়া- আরো চাই আরো খাই; এসব যখন কারো জীবনের মূল উদ্দেশ্যে পরিণত হয় তখন সে নিকৃষ্ট মানুষে পরিণত হয়। আমি পশু শব্দটা ব্যবহার করলাম না; কারণ মানুষ সবসময় নিজেকে বড় ভাবে, বড় করে প্রদর্শন করে অন্য প্রজাতিকে ছোট করে দেখে। **পশুরা আমাদের চেয়ে নিকৃষ্ট এখনো হয়নি। ওরা নিয়ম ভাঙ্গে না, ওরা শিশু ধর্ষণ করে না, ওরা পর্ণ তৈরি করে না। ওরা প্রজননের সময়কাল ছাড়া জৈবিক চাহিদাও মেটায় না।**

মানুষ নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য না জানা পর্যন্ত তার বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহার করতেই থাকবে। নষ্ট আর অধঃপতিত মানুষের মন তখন তার সামর্থ-ক্ষমতা প্রকাশ করবে- নিত্য-নতুন মাদক-মিজাইল, অস্ত্র আর নতুন নতুন বোমা আবিষ্কার করে সে আনন্দিত হবে, পুলকিতবোধ করবে। ব্যভিচার, পর্ণগ্রাফী, নিষিদ্ধ যৌনসামগ্রী সহজলভ্য করে দিয়ে, মানবতা ধ্বংসকারী- নতুন নতুন ক্যাসিনো, জুয়া-নগ্নতা ও অশ্লীলতা, সমকামিতা, ভবিষ্যৎ গণনা- সমলিঙ্গে থাকার বৈধতা, বিবাহ বর্হিভূত লিভিং টুগেদার আরো সব নিত্য-নতুন অপরাধে নিমজ্জিত করেই খুশি থাকবে, বিকৃত আনন্দ উপভোগ করবে। কৃত্তিম নারী, কৃত্তিম পুরুষ 'টয়' নামক সামগ্রী তৈরি করে ভাববে- হুররে! কত বড় আবিষ্কার করে ফেললাম!

নিজেকে আলোচনায় আনার জন্য ট্যাটু আঁকবে, কান ছিদ্র করবে, নাভী ছিদ্র করবে, ঠোট ছিদ্র করবে, পিয়ারসিং করবে, উদ্ভটভাবে চুল কাটবে, উদ্ভট দাড়ি রাখবে, ছেড়া বেড়া প্যান্ট পরবে- এক কথায় আলোচনা-সমালোচনা, লাইক-কমেন্ট- আরো আরো তোষামোদি, আরো আরো প্রশংসা, আরো বেশি প্রভাব- এগুলোকেই তাদের একমাত্র লক্ষ্য করে নেয়।

জীবনের উদ্দেশ্য না জানলে একজন মানুষের অস্তিত্ব একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়ে। ফলে সে জীবনটা শুধু শুধু অপচয় করে। জীবনের অমূল্য সময়কালকে অনর্থক বাজে কাজেই ব্যয় করে এবং অতি সামান্য কারণেও দেখা যায় সে তার এই **মূল্যবান জীবনটা ধ্বংস করে দেয় নেশায় বুদ হয়ে, নেশার পেছনে ছুটে, অর্থের পিছনে ছুটে, ক্ষমতার পেছনে ছুটে, ঈমান ধ্বংসকারী মাজার-খানকা, কবর পূজা, লোক পূজা**